তারিখ ... 14/10/78 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 6 ...

ইত্তেফাক

'জাতীয় বিতর্ক ঃ কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপ' সমাপ্ত

মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংস্কারমুক্ত উৎপাদনশীল শিক্ষায় পরিণত করার সুপারিশ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতির প্রাথমিক খসড়া প্রতিবেদনের উপর মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আয়োজিত "জাতীয় বিতর্ক ঃ কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপ"-এর সমাপ্তি দিবসে গতকাল (শুক্রবার) বিভিন্ন বক্তা সামগ্রিক মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সংযোজনের মাধ্যমে ইহাকে উৎপাদনশীল শিক্ষায় পরিণত করা এবং গোড়ামি ও কুসংস্কার করিহার করিয়া দেশের পুরুষ সমাজের সঙ্গে সমগ্র নারী সমাজের জন্য একই শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির সুপারিশ করেন। বক্তাগণ বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের বেতন ভাতা ও মর্যাদাগত বৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষকদের যথেচ্ছ বিদেশে চাকুরী গ্রহণের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় আয়ের যথাসম্ভব একটা মোটা অংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

গতকাল অধিবেশন সকাল পৌনে ৯টায় শুরু হইয়া রাত্র পর্যন্ত একটানা প্রায় ১৩ ঘন্টাধিককাল চলে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন সভাপতিত্ব করেন। আলোচনাকালে বিভিন্ন সময় জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রাথমিক খসড়া প্রতিবেদন কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর এম, আই, চৌধুরী বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন।

জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আহমদ শামসুল ইসলাম বলেন যে, বিদেশে গবেষণার জন্য কাহাকেও পাঠানো ব্যয়বহুল বিধায় দেশে যাহাতে পি এইচ ডি ও এম, ফিল ডিগ্রী দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাঙ্কে বিদেশ হইতে পর্যাপ্ত বই ও পত্রপত্রিকা, সাময়িকী আনানোর জন্য বিশেষ সেল গঠন করিতে হইবে, এখানে পি এইচ ডি গবেষকদের থিসিস জমা দেওয়ার তিন মাসের মধ্যেই ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, প্রতিদিন শিক্ষকদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে ন্যূনতম ৬ ঘন্টা করিয়া সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু অধ্যয়নের স্বার্থে হল-হোষ্টেলে থাকা খাওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করার ও সুপারিশ করেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ে আলোচনার সময় মওলানা আবদুস সামাদ বলেন যে, বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষা উৎপাদনমুখী, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অনুৎপাদনশীল পড়ালেখা করিতেছে এ কথা ঠিক নহে।

চালনার একটি মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট খোন্দকার নাসিরউদ্দিন অভিযোগ করেন যে, শিক্ষানীতির খসড়া প্রতিবেদনে মাদ্রাসা শিক্ষক ও কর্মচারীদের ব্যাপারে কোন সুপারিশ নাই।

ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার মওলানা আমির হোসেন বলেন যে, প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সংযোজন করিয়া ইহার আধুনীকীকরণ করা যাইতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে ইতিমধ্যে দেশের বিশটি কারখানায় যে বিজ্ঞান শিক্ষা চালু করা হইয়াছে উহার সন্তোষজনক ফললাভ করা সম্ভব হইতেছে।

জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য ও মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির নেতা মওলানা মান্নান বলেন যে, প্রণীতব্য শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে কত টাকা প্রয়োজন, সেই অর্থ কোথা হইতে আসিবে আমাদের জাতীয় আয় কত এবং উহার কত অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা সম্ভব তাহা এখনই হিসাব নিকাশ করা দরকার। তাহা না হইলে শিক্ষানীতি লইয়া এত আলোচনা সভা, বিতর্ক করিয়া কোন ফায়দা হইবে কি? শিক্ষা ও কৃষি কর্মকে পাশাপাশি গুরুত্ব প্রদানের জন্য তিনি সুপারিশ করেন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (প্রধান) এর অন্যতম নেতা জনাব মোহাম্মদ ইকবাল বলেন যে, তিনি প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করিতেছেন, এই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নৈতিকতা শেখাইতে ব্যর্থ, বরং মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের একটি বিরাট অংশ স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করিয়া একটা কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। এই পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে সভাস্থলে প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য আলোচনার প্রসঙ্গান্তর ঘটে।

জনাব এ, কে, এম, আসাদুজ্জামান পৃথক মাদ্রাসা টেক্সটবুক বোর্ড গঠনের সুপারিশ করেন। (অসমাপ্ত)